স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

নির্দেশিকা, ২০১৯

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ভূমিকা:

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে যোগাযোগ ও পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালিত হত। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজ চলাচল, অভ্যমআমরীণ নৌ পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রথম স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে 'বিমান পরিবহন বিভাগ' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে এ মন্ত্রণালয়কে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভাগ হিসেবে রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নামে আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগে পরিণত হয়। ১৯৮৬ সালে পূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে' বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়' নামে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ক. রূপকল্প (Vision): বাংলাদেশকে অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব এবং আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসাবে উন্নীতকরণ।

খ. অভিলক্ষ্য (Mission): বিশ্বমানের বেসামরিক বিমান পরিবহন অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সুবিধাদি প্রদান এবং দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের বহুমাত্রিকীকরণ ও উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্টকরণ।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

চিরায়ত বাংলার অনিন্দ্য-রূপ সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করা এবং বিমান পরিবহন সংস্থাকে আধুনিকায়ন করা ও গ্রাহক সেবা প্রদান ব্যবস্থা আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত করা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩. তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে আইনের বিধান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যে কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। জনগণের শাসনতান্ত্রিক ও আইনগতভাবে তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জনসম্পৃক্ত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের লক্ষ্যে বিধিগত কাঠামো প্রণয়নই এ নির্দেশিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ।

৪. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য:

(১) পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন; (২) দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা; (৩) অর্থ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; (৪) দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন; (৫) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫. কার্যাবলি:

সরকারি কার্যবণ্টন নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুসারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

ক. বাংলাদেশে আকাশসীমা ও বিমানবন্দরসমূহে নিরাপদ বিমান চলাচল ও অবতরণের লক্ষ্যে দি এয়ার ট্রাফিক কনেট্রাল সার্ভিস, নেভিগেশনাল এইড ও সিকিউরিটি সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করাসহ বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি তদারকি করা;

খ. দেশে-বিদেশে বিমান সার্ভিস পরিচালনার জন্য আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন, বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আইন-বিধি প্রণয়ন ও বিমানবন্দরসমূহের উন্নয়ন;

গ. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড সংক্রান্ত বিষয়াদি;

ঘ. দেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, পর্যটন সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং এ সম্পর্কিত আইন-বিধি প্রণয়ন, আমআর্জাতিক পর্যটন সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগসহ পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পাদন;

ঙ. ট্রাভেল এজেন্সিমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ, এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও পরিসংখ্যান তৈরিকরণ;

চ. দেশের সকল হোটেল ও রেস্টুরেন্টসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ছ. এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত, আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি অনুসন্ধান এবং পরিবর্তণ;

জ. মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকল আইন-কানুন প্রস্তুতকরণ, সময়োপযোগিকরণ, সমন্বয় সাধন ও গবেষণা;

ঝ. হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ঞ. বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ট. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা/বিভাগসমূহের প্রশাসনিক পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
ঠ. প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদিসহ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ;
ড. এ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি সংক্রান্ত সমন্বয় এবং গবেষণা।

৬. মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো: মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে নীতি নির্ধারণী ও প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে থাকে। রূলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অনুসারে সরকারের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ০৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারি সচিব ও সহকারি সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচিবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের সমতা,স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা,গতিশীলতা এবংসুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব/কর্মবণ্টন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি ও ঠিকানা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mocat.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

৭. মন্ত্রণালয়ের জনবল : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ১১৪ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। মোট জনবলের মধ্যে ১নং গ্রেডে সচিব/সিনিয়র সচিব পদে ১জন, ২য় গ্রেডে অতিরিক্ত সচিব পদে ৩ জন, ৩য় গ্রেডে যুগ্ম সচিব পদে ৪ জন, ৪র্থ-৯ম গ্রেডে উপ সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদে ২০ জন, ১০ম গ্রেডে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০ জন, ১১-১৮ গ্রেডে ১৮ জন ও ২০তম গ্রেডের ২৪ টি পদ রয়েছে।

৮. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা:

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত করতে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে; দুর্নীতি হ্রাস পাবে; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বোপরি দেশে সুশাসন সুসংহত হবে।

তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জনগণ চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। উক্ত আইনের ধারা-৬ এ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহিত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের কাছে যাতে সহজলভ্য হয়, এরূপ সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তবনাসহ তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক পর্যালোচনায় এ আইনের অন্ত:স্থিত উদ্দীপনা (internal spirit) অনুধাবন করা যায়। আইনের এ উদ্দীপনা সর্বাধিক প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। সর্বাধিক প্রকাশের অধিকতর কার্যকর মাধ্যম হলো স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন তথ্য অধিকার আইনের অন্ত:স্থিত উদ্দীপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০-এ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

সচিবালয় নির্দেশমালায়, ২০১৪ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। নির্দেশমালার ১৫(৫) নম্বর নির্দেশে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা দিয়ে সরকারিওয়েবসাইটসমূহকে তথ্য প্রাপ্তির স্বীকৃত উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর ২৬৩নং নির্দেশে বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে, "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর,সংস্থা ও আওতাভুক্ত অফিসসমূহ স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবে"

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, "নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিনিয়ত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করিয়া স্ব স্ব ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখিবে"। একই সিদ্ধান্তে এ কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এবং অন্যান্য আইনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের অবাধ তথ্য প্রবাহের নীতির চর্চা নিশ্চিত করতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও তার অধীন সংস্থার জন্য একটি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক বলে মন্ত্রণালয় মনে করছে। এ নির্দেশিকার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য চিহ্নিতকরণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্ধারণ,তত্য প্রকাশের মানদন্ড নির্ধারণ,দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ,দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ-তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহির পদ্ধতি নির্ধারণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় কাঠামোবদ্ধ করা সম্ভব হবে।

উল্লিখিত সকল যুক্তি বিবেচনা করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রকাশিত হলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩ নং নির্দেশ মোতাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থাসমূহে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে নিয়মাবদ্ধ করতে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ ও এতদসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার আলোকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এ "স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৯ প্রণয়ন করছে।

৯. নির্দেশিকার ভিত্তি

(ক) নির্দেশিকার শিরোনাম: এ নির্দেশিকা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৯ নামে অভিহিত হবে;

(খ) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ;

(গ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ;

(ঘ) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, অধীন সংস্থা ও অন্যন্য অফিসসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১০. সংজ্ঞা:

(ক) **তথ্য:** বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের গঠন,কাঠামো,দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে সকল স্মারক,বই,নকশা, মানচিত্র,তথ্য-উপাত্ত,লগবই,আদেশ, বিজ্ঞপ্তি,দলিল,নমুনা,পত্র,প্রতিবেদন,হিসাব বিবরণী,প্রকল্প প্রস্তাব,আলোকচিত্র,অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনষ্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে,দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভূক্ত হবে না;

(খ) **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:** তথ্য প্রকাশ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়োজিত কর্মকর্তা;

(গ) **তথ্য প্রদান ইউনিট:** বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অধীনে গঠিত তথ্য প্রদান ইউনিট;

(ঘ) **কর্তৃপক্ষ**: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে;

(ঙ) **আপিল কর্তৃপক্ষ**: আপিল কর্তৃপক্ষ বলতে সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে;

(চ) **তথ্য কমিশন:** তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কমিশন;

(ছ) **কর্মকর্তা:** কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে;

(জ) **স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ:** বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থার তথ্য এ নির্দেশিকায় নির্দেশিত মানদন্ড ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ ও প্রচারকে বুঝাবে।

(ঝ) **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-কে বুঝাবে;

১১. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা:

(ক) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থার সকল তথ্য প্রদান ইউনিট স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তথ্যসমূহ কোন্ কোন্ পন্থায় প্রকাশ ও প্রচারিত হবে তা নির্ধারণ করবে;

(খ) তালিকাটি নির্দেশিকার পরিশিষ্টে এবং অন্যান্য উপযুক্ত পন্থায় প্রকাশ করতে হবে;

১২. তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থার সকল তথ্য প্রদান ইউনিট তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৫, তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর সংশ্লিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করবে;

১৩. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থার সকল তথ্য প্রদান ইউনিট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে-

(১) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

(ক) মন্ত্রণালয় একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পয়েন্ট, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে অন্যূন ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে;

(খ) মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করবে;

(২) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যপরিধি-

(ক) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নির্ধারণ,প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্দিষ্টকরণ এবং তা প্রকাশ ও প্রচার;

(খ) তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মান ও মানদন্ড নিশ্চিতকরণ;

(গ) প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

(ঘ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) এ নির্দেশিকার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ষান্মাষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(চ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

(ছ)স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;

(জ)স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মতামত, ফিডব্যাক বা পরামর্শ গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটির কাজের পরিবীক্ষণ এবং

(ট) প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ।

১৪. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদন্ডসমূহ: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থার সকল তথ্য প্রদান ইউনিটসমূহ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নিম্নোক্ত প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যম এবং অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করবে:

(ক) প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যম হিসেবে নোটিশ বোর্ড,মুদ্রিত লিপি,প্রকাশনা,গণমাধ্যম, সভা, গণশুনানী, ভিডিও প্রদর্শন,অডিও প্রচার,বিজ্ঞাপন,সাইনবোর্ড,বিলবোর্ড,দেয়াল লিখন, দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন,মাইকিং,প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রচলিত ও অনুমোদিত মাধ্যম;

(খ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে ওয়েবসাইট,অ্যাপস, নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য প্রচলিত ও অনুমোদিত ডিজিটাল মাধ্যম;

(গ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থা নিম্নলিখিত মানদন্ড নিশ্চিত করবে-

(১) প্রাপ্যতা-

(ক) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করে তালিকাভুক্ত তথ্যসমূহকে তথ্যের ধরণ,ব্যবহারকারী,অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ইত্যাদি বিবেচনায় বিভাজন করে সেমতে প্রকাশ করতে হবে, যাতে সঠিক তথ্য সঠিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য হয়;

(খ) তথ্য সঠিক সময়ে সহজলভ্য করা হবে এবং উপযোগিতা থাকা পর্যন্ত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

(গ) তথ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার ও জনগণের অগ্রাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে এবং

(ঙ) ওয়েবসাইটে 'আর্কাইভ' নামে একটি মেন্যু সৃষ্টি করে স্থায়ী তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সেখানে রাখা হবে।

(২) প্রবেশগম্যতা-

(ক) তথ্যে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোন ডিভাইস, অপারেটিং সিস্টেম,অ্যাপস,সফটওয়ার ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং যে কোন ডিভাইস,অপারেটিং সিস্টেম,অ্যাপস,সফটওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্যে প্রবেশ করা যাবে;

(খ) তথ্যের প্রকাশ W3c অনুযায়ী হবে;

(গ) নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশ নিশ্চিত করা হবে।

(৩) ব্যবহারযোগ্যতা-

(ক) ব্যবহারযোগ্যভাবে তথ্য প্রকাশ করা হবে,যা সাধারণ ও সহজবোধ্য পন্থায় হবে;

(খ) প্রকাশিত তথ্য প্রাসঙ্গিক হবে;

(গ) বাংলায় তথ্য প্রকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(ঘ) তথ্য খোঁজা, ডাউনলোড করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা থাকবে;

(ঙ) ওয়েবসাইটে ক্রমান্বয়ে ব্যবহারকারীর মতামত, ফিডব্যাক ও পরামর্শ প্রদানের এবং প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া, তথ্য প্রদান পদ্ধতি: কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে নির্ধারিত ফরম্যাটে (ফরম-ক) বা সাদা কাগজে বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারবেন। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম পাওয়া যাবে।

১৬. আবেদনে উল্লিখিত বিষয়: (১) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা; (২) চাহিত তথ্যের নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা; (৩) চাহিত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; (৪) যে পদ্ধতিতে তথ্য পেতে ইচ্ছুক তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি; (৫) আবেদকারী প্রতিবন্ধী হলে সহায়তাকারীর তথ্য।

১৭. তথ্যের ভাষা: তথ্যের মূল ভাষা হবে বাংলা। তথ্য অন্য কোন ভাষায় উৎপন্ন হয়ে থাকে,তাহলে সেটি সে ভাষায় সংরক্ষিত ও প্রচারিত হবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তথ্য অনুবাদ করা যেতে পারে।

১৮. স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য বাজেট: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং অধীন সংস্থার সকল তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য প্রতি অর্থ বছরে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

১৯. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

(১) এ নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অফিস আদেশসহ নির্দেশিকার কপি অধীন সকল সংস্থায় প্রেরণ করবে;

(২) মন্ত্রণালয়ে গঠিত স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি নির্দেশিকা অনুযায়ী সঠিক মান বজায় রেখে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে অন্যান্য পর্যায়ের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিসমূহকে দিকনির্দেশনা দিবে;

(৩) উর্দ্ধতন কার্যালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি তার অধীন দপ্তরসমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পরিবীক্ষণ করবে;

(৪) মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি অধীন সংস্থার সকল ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম মনিটরিং করবে, দুর্বলতা ও ঘাটতি চিহ্নিত করবে এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করবে;

(৫) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বা অন্য কোন অভিজ্ঞ এ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিবে।

২০. তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি: ছাপানো তথ্যের জন্য যেখানে মূল্য নির্ধারিত রয়েছে সে প্রতিবেদন বা কপির জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলে 'ঘ' ফরম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং ০৫(পাঁচ) কর্ম দিবসের মধ্যে সে অর্থ চালান কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা করে ট্রেজারী চালানের কপি তার কাছে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

২১. আপীল প্রক্রিয়া ও সময়সীমা: কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯(১)(২) বা (৪) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর বা সিদ্দান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিলের কারণ উল্লেখপূর্বক তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ফরম 'গ' অনুযায়ী আপিল করতে পারবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ৬ বিধি মতে শুনানী শেষে আপিল নিস্পত্তি করবেন। আপিল মঞ্জুর করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যত দ্রুত প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২২. নির্দেশিকা সংশোধন: নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নির্দেশিকার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে নির্দেশিকার সংশোধন কার্যকর হবে।

২৩. নির্দেশিকার ব্যাখ্যা: এ নির্দেশিকার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নির্দেশিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

***